যুগান্তর

তারিখ: 14 JAN 2014
পৃষ্ঠা: ২০ কলাম: ৪

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে উচ্চশিক্ষার নামে অরাজকতা

মুশতাক আহমদ

দেশের বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অরাজকতা বিরাজ করছে। কী শিক্ষার মান, পরীক্ষা পদ্ধতি, আর্থিক ব্যবস্থাপনা আর সুশাসন— সব ক্ষেত্রেই এই একই পরিস্থিতি। আর এ কারণে এ নিয়ে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার শেষ নেই। যে কারণে সম্মিলিতভাবে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে স্নাতকদের ওপর। অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা গ্রাজুয়েটদের শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে। দেশের উচ্চশিক্ষা নিয়ন্ত্রক সংস্থা 'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন' (ইউজিসি) এ পর্যবেক্ষণই তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে। একই সঙ্গে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা নিয়ে নানা দুর্নীতি বন্ধে ২০১০ সালের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়নের কথাও বলেছে।

এ ব্যাপারে রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০১০ সালের আইন অনুসরণ করা হলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা, মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা নিশ্চিত করে বিরাজমান অরাজকতা ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দূরীভূত হবে। একই সঙ্গে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে সিন্ডিকেট গঠন ও তার নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান এবং একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম আইনানুযায়ী যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি না তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ অতীব জরুরি বলেও মনে করে ইউজিসি। একই সঙ্গে তারা কারিকুলামের নিয়মিত হালনাগাদকরণের জন্য বিধিমালা প্রণয়নেরও কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদাসম্পন্ন ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. একে আজাদ চৌধুরী এ ব্যাপারে বলেন, তাদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে মানসম্মত উচ্চশিক্ষা। এই যুগে উচ্চশিক্ষা জাতীয় অগ্রগতিরও চাবিকাঠি। কিন্তু মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা না হলে গ্রাজুয়েটরা সম্পদের পরিবর্তে বোঝায় পরিণত হয়। তাই মানসম্মত উচ্চশিক্ষার অরাজকতা : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

অরাজকতা : উচ্চশিক্ষার নামে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ব্যাপারে কোনো আপস করবে না ইউজিসি। তিনি আরও বলেন, মানসম্মত উচ্চশিক্ষার পূর্বশর্ত হচ্ছে মানসম্মত ও বিশ্বমানের কারিকুলাম আর এর শিক্ষকশ্রেণী। কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় খুবই ভালো করছে। কিন্তু অনেকের বিরুদ্ধেই এদিকে নজর না দেয়ার অভিযোগ রয়েছে। বেসরকারি পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী স্ব-অর্থে শিক্ষা নিতে যান। সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে ব্যক্তি বিশেষের অধিকার নিশ্চিত করা। তিনি আরও বলেন, বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা মানেই আইনত তা সেবা। এই মূল স্পিরিট প্রতিষ্ঠিত দেখতে চান তারা।

এ ব্যাপারে মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ভিসি অধ্যাপক ড. চৌধুরী মাহমুদ হাসান বলেন, ইউজিসির পর্যবেক্ষণ অনেকটা সঠিক। তবে টিউশন ফিসহ অন্যান্য ফি, শিক্ষক বেতন ইত্যাদির ক্ষেত্রে তাদের হস্তক্ষেপ করা ঠিক হবে না। যেহেতু তারা এসব প্রতিষ্ঠানকে অর্থ দেয় না, তাই মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করে যে নিজের জনপ্রিয়তা সৃষ্টি করে বেশি অর্থ নিতে পারবে, সে ক্ষেত্রে ইউজিসির কোনো ভূমিকা না থাকাই ভালো। এক্ষেত্রে ইউজিসি আবশ্যকভাবে শিক্ষক নিয়োগের মান, কোর্স ও কারিকুলামের মান, বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব, লাইব্রেরি-ল্যাবরেটরি ইত্যাদির ব্যাপারে কঠোর হতে পারে— সেটা দোষণীয় নয়। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও এতে করণীয় আসলে তেমন কিছু নেই। ক্রেডিট সিস্টেম হওয়ায় দ্রুত পরীক্ষার ফলপ্রকাশের প্রবণতা থাকে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো দ্বৈত পরীক্ষক ব্যবস্থা বা প্রশ্ন মডারেশনের ব্যবস্থায় অহেতুক বিলম্ব হতে পারে। তাই কোনো শিক্ষক যদি নম্বর বাড়িয়ে দেন, সেটা তার বিবেক আর নৈতিকতার বিষয়। এটা শিক্ষকের ওপর ছেড়ে দেয়ার বিকল্প দেখছি না।

উল্লেখ্য, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতি আর কারিকুলাম এবং শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অদ্ভুত সৃষ্ট খাতে অর্থ আদায়ের ব্যাপারে ইউজিসির আপত্তি সবচেয়ে বেশি। তারা বলছে, বেশিরভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়-ব্যয় সংক্রান্ত সুস্পষ্ট কোনো নীতিমালা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ভর্তি ফি, টিউশন ফি এবং শিক্ষকদের বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য বিষয়ে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কোনো যৌক্তিক কারণ ছাড়াই প্রতি বছর টিউশন ফি ও ভর্তি ফিসহ অন্যান্য ফি বৃদ্ধি করে। তাছাড়া, ট্রান্সক্রিপ্ট, সার্টিফিকেট, প্রশংসাপত্র ইত্যাদি সরবরাহ করার ক্ষেত্রে উচ্চহারে ফি নেয়।

বলা হয়েছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে কমিশন ওয়াকিবহাল নয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কোর্স শিক্ষকই একমাত্র প্রশ্নপত্র প্রণেতা এবং উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে থাকে। একজন বহিঃস্থ বিশেষজ্ঞ দ্বারা প্রশ্নপত্রের মান এবং মূল্যায়নের যথার্থতা যাচাই করার পদ্ধতি প্রবর্তন করা জরুরি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৬০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের (২০১২ সাল পর্যন্ত তথ্য নিয়ে প্রণীত রিপোর্ট অনুসারে) মধ্যে ৫০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স ৫-১৯ বছরের মধ্যে হওয়া সত্ত্বেও নিজস্ব বা স্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম চালুর বিষয়ে তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি। এ পর্যন্ত মাত্র ১১টি বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী নিজস্ব স্থায়ী ক্যাম্পাসে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বার্ষিক প্রতিবেদনে ৬০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অন্তত অধিকাংশের মধ্যে চলমান মালিকানা দ্বন্দ্ব, আইনানুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণ জমিতে নিজস্ব ক্যাম্পাসে না যাওয়া, নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে কম জমিতে অসম্পূর্ণ অবকাঠামো, সরকার ও কমিশনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের এবং অবৈধ ক্যাম্পাস পরিচালনার ভিত্তিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্রমধারা বিন্যস্ত করা হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে প্রতিটির নাম উল্লেখ করে বিরাজমান সমস্যাগুলো সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান মূল্যায়ন ও নিয়ন্ত্রণে প্রতিবেদনে যেসব সুপারিশ করা হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ অনুযায়ী 'অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল' প্রতিষ্ঠা করা। কোনো কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরে তিনটি সেমিস্টার পদ্ধতিও চালু রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে একটি সমন্বিত পদ্ধতি এবং সিলেবাসের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা বাঞ্ছনীয়, যাতে শিক্ষার্থীরা 'ক্রেডিট' স্থানান্তরের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবর্তনের সুযোগ পায়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ, মেধাভিত্তিক ও বিধিসম্মত করার বিষয়ে জোর দেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অবকাঠামো, ফ্যাকাল্টি ও পরিবেশগত বিষয়ে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সচেষ্ট হওয়ার পাশাপাশি শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কমিশনের নীতিমালা মেনে চলার বিষয়টি নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে।